গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় পর্যটন নীতিমালা—২০১০

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

জুন, ২০১০

সূচীপত্র

অধ্যায়	ক্রমিক নং		বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	১		পর্যটন শিল্প উন্নয়নের গুরুত্ব	১
		১.১	পটভূমি	১
		১.২	বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প	১
		১.৩	জাতীয় পর্যটন উন্নয়ন নীতির যৌক্তিকতা	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	২		জাতীয় পর্যটন নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২
তৃতীয় অধ্যায়	৩	৩.১	পর্যটন নীতির প্রধান প্রধান দিকসমূহ	৩
		৩.২	প্রধান প্রধান পর্যটন-আকর্ষণ উন্নয়ন	৩
চতুর্থ অধ্যায়	৪		জাতীয় পর্যটন নীতির বাস্তবায়ন কৌশল	৫
		৪.১	জাতীয় পর্যায়	৫
		৪.২	বিভাগীয় ও স্থানীয় পর্যায়	৫
		৪.৩	বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহকে সম্পৃক্ত করা	৬
পঞ্চম অধ্যায়	৫		জাতীয় পর্যটন নীতিমালা বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ	৭
		৫.১	আইন প্রণয়ন	৭
		৫.২	পর্যটন এলাকা ও পর্যটন-আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ	৭
		৫.৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্তকরণ	৭
		৫.৪	পর্যটন খাতে দেশি, অনাবাসি বাংলাদেশি ও বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগ	৭
		৫.৫	আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়	৭
		৫.৬	ইকো-ট্যুরিজম	৭
		৫.৭	অবিকশিত পর্যটন এলাকা	৭
		৫.৮	একক সেবা কেন্দ্র	৮
		৫.৯	নৃতাত্ত্বিক হস্তশিল্প ও সুভ্যেনির	৮
		৫.১০	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন	৮
		৫.১১	অঞ্চলভিত্তিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	৬		পর্যটন উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ	৯
		৬.১	বিদেশী পর্যটকদের জন্য বিশেষ অঞ্চল/স্থান/দ্বীপ চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন	৯
		৬.২	বিমান ও পর্যটন সংস্থার যৌথ উদ্যোগ	৯
		৬.৩	বিদেশি পর্যটকদের জন্য ভিসা পদ্ধতি ও সীমান্ত আইন সহজীকরণ	৯
		৬.৪	বিশ্বের ও এশিয়ার পর্যটক উৎস দেশসমূহ (Tourist generating country) চিহ্নিতকরণ	৯
		৬.৫	বিপণন ও প্রচার	৯
		৬.৬	পেশাগত জনবল গঠন	১০
		৬.৭	পর্যটন সংক্রান্ত গবেষণা	১০
		৬.৮	যৌথ উদ্যোগ	১০
		৬.৯	পর্যটকদের নিরাপত্তা	১০
		৬.১০	বিবিধ	১০

প্রথম অধ্যায়

১ পর্যটন শিল্প উন্নয়নের গুরুত্ব

১.১ পটভূমি

পর্যটন একটি বহুমাত্রিক শিল্প। এ শিল্প জাতিগত সংযোগ, সৌহার্দ্য ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির অনুপম বাহন। সহজাত ভ্রমণের নেশায় প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে। সভ্য মানুষ বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের সীমা অভ্যন্তরে স্থায়ী বসতি স্থাপন করলেও দেশ বিদেশ ভ্রমণ জনগোষ্ঠির জীবন যাত্রার অপরিহার্য অংশ হয়ে গেছে। গত শতাব্দীর প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন, অসংখ্য স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত ও সুলভ বিস্তারের কারণে এবং ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং সভ্যতা দেখার সহজাত আগ্রহে পর্যটন সারা বিশ্বে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। পর্যটন পরিগণিত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত সম্প্রসারণশীল বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে। গত অর্ধ শতক জুড়ে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি ক্রিয়াশীল শক্তি হিসেবে পর্যটনের অভ্যুদয় ঘটেছে এবং পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় বেশির ভাগ দেশের গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণের (product) মধ্যে পর্যটন একটি। অনেক দেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী আকর্ষণ হচ্ছে পর্যটন। সারা বিশ্বে কর্মসংস্থান ও আয় বর্ধনে বহুমাত্রিক পর্যটন ও সেবা শিল্প বিশাল ভূমিকা পালন করছে। জনবহুল এদেশেও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্প এক অমিত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই পর্যটন বিশ্বজনীন বিস্তৃতি লাভ করে। জাতিসংঘ ১৯৩৯ সালে 'পর্যটন' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করে। পরবর্তীতে জাতিসংঘের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসংগঠন 'বিশ্ব পর্যটন সংস্থা' (UNWTO) গঠন করে। বাংলাদেশ এ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বিশ্বে অর্থনৈতিক, মানবিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে এ শিল্পের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং বহুজাতিক বিভিন্ন সংস্থা নানা প্রকার আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতার মাধ্যমে দেশে দেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান হারে ভূমিকা রাখছে।

১.২ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ বাংলাদেশ একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ পর্যটন সম্ভাবনাময় দেশ। পৃথিবীর দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময় সমুদ্র সৈকত-কক্সবাজার, অনুপম সমুদ্র বেলাভূমি কুয়াকাটা এবং বিশ্বের একক সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট-সুন্দরবন, প্রবহমান মহানদী-পদ্মা, যমুনা, মেঘনাসহ সারা দেশে বিস্তৃত অসংখ্য নদ-নদী, বন, পাহাড়, হ্রদ, নৈসর্গিক সৌন্দর্যমন্ডিত সিলেট অঞ্চলের চা-বাগান, ময়মনসিংহ ও সুনামগঞ্জের দিগন্ত বিস্তৃত হাওড়-বাওড় পৃথিবীর প্রাকৃতিক পর্যটন-আকর্ষনীয় স্থানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ দেশের বিভিন্ন বন্যপ্রাণী, অসংখ্য বিরল জীবজন্তুর জীব-বৈচিত্র, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান, নওগাঁর পাহাড়পুর, বগুড়ার মহাস্থানগড়, কুমিল্লার ময়নামতিসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সমাহার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠির বৈচিত্রপূর্ণ জীবন-যাত্রা ও সংস্কৃতি, ঐতিহ্যবাহী বাংলার লোকশিল্প, লোকজ উৎসব ও নানা কাহিনী উপাখ্যানে সমৃদ্ধ চিরায়ত বাংলার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, গ্রামবাংলার সমাজ ব্যবস্থার আবহমান রূপ, দেশীয় খাবার ইত্যাদি বিশ্বে পর্যটকদের নিকট পর্যটন-আকর্ষণ (tourism-product) হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। সুপরিকল্পিত কর্ম-কৌশল ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে এ সকল অমিত সম্ভাবনাময় পর্যটন-আকর্ষণ বিশ্বজনীন জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে। এতে অন্যান্য দেশের মত বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পে পরিণত হয়ে এদেশেও পর্যটন ও সেবা খাতটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

১.৩ জাতীয় পর্যটন উন্নয়ন নীতির যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের পর্যটন এখনো প্রারম্ভিক (Traking off) পর্যায়ে রয়েছে। বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এদেশে পর্যটন ও সেবা শিল্প কাংখিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠির ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ পর্যটনের বিকাশ হলেও বৈদেশিক পর্যটকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়নি। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের নিবিড় সহযোগিতা ও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও অন্যান্য পর্যটন সুবিধাদি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ঘন বসতিপূর্ণ এদেশে কর্মসংস্থানসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ শিল্পের প্রসার ও বিস্তার এখন সময়ের দাবী। প্রয়োজনীয় দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ ও অবকাঠামো সৃষ্টি করতে পারলে এই খাতের মাধ্যমে বাংলাদেশও বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং বিশাল জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে।

আগামী দিনগুলোতে বিশ্ব জুড়ে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও প্রতিযোগিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। এ প্রতিযোগিতায় অঙ্গীভূত হয়ে বিশ্ব পর্যটন আয়ের অংশীদার হতে হলে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিশীল এ শিল্পের জন্য সমন্বিত, সুনির্দিষ্ট, বলিষ্ঠ, বাস্তবধর্মী এবং যুগোপযোগী একটি পর্যটন নীতি অনুসরণ করতে হবে। অমিত সম্ভাবনাময় এ শিল্পকে একটি বাস্তবমুখী ও সময়োপযোগী পর্যটন নীতিমালার অধীনে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে অদূর ভবিষ্যতে পর্যটন শিল্প বিপুল কর্মসংস্থানসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে। বর্ণিত প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সুপরিকল্পিত ও সুষম উন্নয়নের জন্য ১৯৯২ সালে প্রণীত জাতীয় পর্যটন নীতিমালাটি হালনাগাদ করে একটি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২ জাতীয় পর্যটন নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের উন্নয়নে অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে পর্যটন শিল্পকে গড়ে তোলা তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই পর্যটন উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে এ নীতির মূল লক্ষ্য। জাতীয় পর্যটন নীতির অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কৌশল, নীতি ও কর্মসূচিতে পর্যটন উন্নয়ন অন্তর্ভুক্তকরণ;

(২) বাংলাদেশে সুপরিকল্পিত পর্যটন উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(৩) পর্যটন শিল্প উন্নয়নে সমন্বিত রূপকল্প প্রণয়ন; দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্প মেয়াদে কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(৪) পর্যটন শিল্প উন্নয়নে জাতীয়, আঞ্চলিক ও এলাকাভিত্তিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৫) বিশ্বব্যাপী বিপণন চাহিদার নিরিখে পর্যটন-আকর্ষণসমূহের শ্রেণীভুক্তকরণ ও বাজার সম্ভাবনা অনুসারে উন্নয়ন ও বিকাশসাধন;

(৬) পর্যটন-আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন ও বিপণন;

(৭) পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান নিশ্চিতকরণ;

(৮) জাতীয় আয়ে পর্যটন শিল্প খাতের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অবদান নিশ্চিতকরণ;

(৯) পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সরকারের সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়ে পর্যটন শিল্প ও পর্যটন-আকর্ষণসমূহের উন্নয়নসাধন;

(১০) পর্যটন-আকর্ষণ ও সেবার মান নিশ্চিতকরণ এবং এ লক্ষ্যে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

(১১) দেশি-বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের উপযোগী ক্ষেত্র তৈরী করা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান ও কর অব্যাহতির লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক সুবিধা প্রদান;

(১২) দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার;

(১৩) বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;

(১৪) বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পর্যটন-আকর্ষণসমূহের সমন্বিত বিপণন ও ভাবমূর্তি উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহকে পর্যটন প্রচার ও প্রসারে সম্পৃক্তকরণ করে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান;

(১৫) বহুমাত্রিক পর্যটন শিল্প বিকাশে আন্তঃমন্ত্রণালয়/এজেন্সির মধ্যে সমন্বয় সাধন;

(১৬) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে পর্যটন উন্নয়ন-বিকাশ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্তকরণ;

(১৭) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলসহ দূরবর্তী অনগ্রসর পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;

(১৮) দেশীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে পর্যটন-আকর্ষণে পরিণত করা এবং প্রচার ও বিপণন;

(১৯) গ্রামীন পর্যটন, নৌ পর্যটন, কৃষি পর্যটন, স্বাস্থ্য পর্যটন, ক্রীড়া পর্যটন, অলটারনেটিভ ট্যুরিজম, কমিউনিটি পর্যটন ইত্যাদির উন্নয়নসহ পর্যটন-আকর্ষণসমূহের বহুমুখীকরণ;

(২০) পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে ইকো-ট্যুরিজম এর উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটন সম্পদের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(২১) সুলভ অভ্যন্তরীণ পর্যটন উন্নয়ন;

(২২) পর্যটন ও সেবা খাতের জন্য মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের মাধ্যমে পেশাগত জনবল সৃষ্টি;

(২৩) পর্যটন শিল্প বিকাশে গবেষণা, বিপণন কর্মকৌশল প্রণয়ন ও মহাপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়ন;

(২৪) পর্যটন শিল্পে IT এর ব্যবহার এবং বাংলাদেশের পর্যটন সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত ইন্টারনেটে সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;

(২৫) পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা ও Exclusive Tourist Zone সৃষ্টির মাধ্যমে বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ সৃষ্টি;

(২৬) পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(২৭) পর্যটন শিল্প সহায়ক সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ;

(২৮) পর্যটন স্পটসমূহে সুভ্যেনির তৈরিতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(২৯) SAARC ও BIMSTEC অন্তর্ভুক্ত দেশসহ সমন্বিত আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যটন কর্মসূচি গ্রহণ;

(৩০) বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) পর্যটন সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং সংস্থাসমূহ হতে সহায়তা গ্রহণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়

৩ পর্যটন নীতির প্রধান প্রধান দিকসমূহ

৩.১ বাংলাদেশে পর্যটন সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য প্রস্তাবিত নীতিমালার উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নরূপ ঃ

৩.১.১ বহুমাত্রিক পর্যটন ও সেবা শিল্পকে একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প হিসেবে ঘোষণা এবং এ শিল্পের উন্নয়নে যথাযথ বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা। এ শিল্পের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত করে বহুমুখী সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসহ (MDG) বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় পর্যটন ও সেবা শিল্পকে অন্তর্ভুক্তকরণ;

৩.১.২ পর্যটন শিল্প বিকাশে বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগ ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা এবং সরকারি ও বেসরকারি অংশিদারিত্বে পর্যটন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

৩.১.৩ নতুন নতুন পর্যটন-আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ এবং চিহ্নিত আকর্ষণসমূহ সরকার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে পর্যটন-আকর্ষণে রূপান্তরকরণ, সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন নিশ্চিতকরণ;

৩.১.৪ চিহ্নিত পর্যটন এলাকাসহ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য জাতীয় বাজেটে অর্থের বরাদ্দ রাখা। একই সাথে পর্যটন গন্তব্যসমূহে রেল, বিমান, নৌ ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ অগ্রাধিকারভিত্তিতে ভৌত অবকাঠামোর সমন্বিত উন্নয়নকল্পে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশেষ বরাদ্দের সংস্থানকরণ;

৩.১.৫ অবকাঠামো ও উপরিকাঠামো প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ;

৩.১.৬ বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও উৎসব পার্বন পর্যটন-আকর্ষণ হিসেবে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে বাজার সৃষ্টির জন্য সম্পৃক্ত সম্প্রদায়, ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ কিংবা সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা। ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠির জীবনধারা ও সংস্কৃতি উন্নয়ন/সংরক্ষণ করে পর্যটন কার্যক্রমে উৎসাহিত করা। সংস্কৃতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের সহযোগিতায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী গান বিশেষ করে বাউল, গম্ভীরা, লালন গীতি, পল্লী গীতি, ভাওয়াইয়া, হাছন রাজার গান ইত্যাদি সংরক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পর্যটন উন্নয়নসাধন;

৩.১.৭ পর্যটন-আকর্ষণসমূহের বহুমুখীকরণসহ এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন, ট্রেকিং, সার্ফিং, হাইকিং, কায়াকিং, ক্রীড়া পর্যটন, ধর্মীয় পর্যটন, শিক্ষামূলক পর্যটন, হেলথ এন্ড হিলিং পর্যটনসহ বিভিন্ন ধরণের পর্যটনের উন্নয়নসাধন;

৩.১.৮ পরিবেশ পর্যটন বা ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নের জন্য বন ও পরিবেশ বিষয়ক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের সার্বিক সহযোগিতায় পরিবেশ পর্যটন-আকর্ষণের উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন। সুন্দরবন, উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ পরিবেশ সংকটাপন্ন অঞ্চলে (ECA) পর্যটন উন্নয়নে সরকারি নিবিড় সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ;

৩.১.৯ পৃথিবীর প্রধান পর্যটক উৎস দেশসমূহে (Tourist generating country) বাংলাদেশি পর্যটন-আকর্ষণ যথাযথ বিপণনের মাধ্যমে জনপ্রিয়করণ এবং বাংলাদেশে তাদের সফরের আনুষ্ঠানিকতা সহজীকরণ।

৩.২ প্রধান প্রধান পর্যটন-আকর্ষন উন্নয়ন

৩.২.১ সমুদ্র সৈকত ও প্রাকৃতিক পর্যটন উন্নয়ন

পৃথিবীর দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, সাগর কন্যা কুয়াকাটা, টেকনাফ সমুদ্র সৈকত, সেন্ট মার্টিন্স ও সোনাদিয়া দ্বীপসহ অন্যান্য সমুদ্র সৈকত ও দ্বীপসমূহকে কেন্দ্র করে আদর্শ অবকাশ পর্যটন গন্তব্য (Ideal Holiday-making destination) সৃষ্টি, সৈকতভিত্তিক বীচ ফুটবল/ভলিবল, সার্ফিংসহ সমুদ্র সৈকতে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ক্লাব এবং আন্তর্জাতিক মানের রিসোর্টসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সৃষ্টি। সমুদ্র সৈকত সমৃদ্ধ পর্যটন স্পটসমূহের বিকাশ ও দ্রুত যোগাযোগের জন্য কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ এবং পর্যটন সম্পৃক্ত রেল, বিমান ও স্থল যোগাযোগসহ বিমান বন্দরের উন্নয়ন সাধন।

৩.২.২ সুন্দরবন ও দেশের বিভিন্ন স্থানে টেকসই ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়ন

বিশ্বের একক বৃহত্তম 'ম্যানগোভ ফরেস্ট'-কে কেন্দ্র করে ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নকল্পে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে সুন্দরবনের আশেপাশে ও অভ্যন্তরে পরিবেশ বান্ধব সুবিধাদি যেমন- ইকো-লজ, ওয়াচ টাওয়ার, রোপওয়ে, ওয়াকওয়ে, নাইট-হাইকিংসহ অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টি। সুন্দরবনের সম্ভাব্য পর্যটন স্পটগুলো চিহ্নিত করে পর্যটন উন্নয়নের আওতায় আনয়ন। সুন্দরবন ছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য স্থান যেমন- সিলেটের তামাবিল, জাফলং, মাধবকুণ্ড, শ্রীমঙ্গল, লাউয়াছড়া বনসহ চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, সুনামগঞ্জ-সিলেটের হাওড়, বিরিসিরি, পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা তীরবর্তী আকর্ষনীয় স্পট, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহসহ অন্যান্য পরিবেশ সংকটাপন্ন স্থানে (ECA) ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়নকল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় পর্যটন সংস্থার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

৩.২.৩ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পর্যটন উন্নয়ন

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় স্থানগুলোকে কেন্দ্র করে প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যটন উন্নয়ন। প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহকে যথাযথ প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সমন্বয়করণ।

৩.২.৪ নৌ-পর্যটন ও গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়ন

বাংলাদেশ অসংখ্য নদ-নদী বাহিত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ব-দ্বীপ। নদী-মাতৃক বাংলাদেশের বিশাল জলপথ দেশীয় গ্রামীণ জীবনধারার প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিদেশিদের কাছে আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক পর্যটন-আকর্ষণ হিসেবে গণ্য। নদীপথে ভ্রমণের জন্য নিরাপদ এবং মানসম্পন্ন জলযানের ব্যবস্থা করে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের নৌ ভ্রমণে আকৃষ্ট করা ও নদী তীরবর্তী আকর্ষণীয় স্থানসমূহে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.২.৫ ধর্মীয় পর্যটন উন্নয়ন

বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় তীর্থস্থানসমূহ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি যেমন- বিশ্ব এজতেমা (বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম ধর্মীয় সমাবেশ), সুফী সাধকের মাজার, ইবনে বতুতা ট্রেইল, সম্রাট অশোক ট্রেইল, মহেশখালির আদিনাথ ও সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ মন্দির, লাঙ্গলবন্দ, দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় পর্যটনের উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুবিধাদি সৃষ্টি। এক্ষেত্রে United Nations World Tourism Organization (UNWTO), United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Islamic Educational Scientific and Cultural Organization (ISESCO), Organization of Islamic Conference (OIC) সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে নিবিড় যোগাযোগ সৃষ্টি। পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, কুয়াকাটা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ধর্মভিত্তিক স্থাপনা/প্যাগোডা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে Buddhist Circuit উন্নয়নের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বাংলাদেশ ভ্রমণে উৎসাহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন।

৩.২.৬ সাংস্কৃতিক পর্যটন উন্নয়ন

বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী বর্ণাঢ্য দিবস, মেলা পার্বন ও কর্মকাণ্ডকে ঘিরে সাংস্কৃতিক পর্যটন উন্নয়ন। একুশে ফেব্রুয়ারি, পহেলা বৈশাখ, পহেলা ফাল্গুন, পৌষ উৎসব, গ্রামীণ মেলা ও নবান্ন উৎসবসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিদেশি পর্যটকদের সামনে উপস্থাপন এবং দেশীয় পরিবেশ-বান্ধব ঐতিহ্যবাহী যানবাহন পর্যটন-আকর্ষণ হিসেবে উন্নয়ন।

৩.২.৭ অভ্যন্তরীণ পর্যটন উন্নয়ন

বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ভ্রমণে সক্ষমতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ পর্যটনের উন্নয়নের মাধ্যমে বৈদেশিক পর্যটক আকর্ষণের ধারা সূচিত হয়। তাই অভ্যন্তরীণ ভ্রমণে আগ্রহ সৃষ্টি ও অভ্যন্তরীণ পর্যটন উন্নয়নের জন্য স্বল্পমূল্যে আবাসন সুবিধাদিসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ; প্রধান প্রধান ধর্মীয় এবং পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ স্থানগুলোতে অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের জন্য স্বল্প ভাড়ায় আবাসিক ব্যবস্থাদি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই শিল্পের জন্য বেসরকারি খাতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেয়াতি হারে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.২.৮ যুব পর্যটন উন্নয়ন

অভ্যন্তরীণ যুব পর্যটন উৎসাহিত করার জন্য স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুলভে বিভিন্ন ধরণের প্যাকেজ ট্যুর, শিক্ষা সফর ইত্যাদির উদ্যোগ গ্রহণ।

৩.২.৯ কমিউনিটি পর্যটন উন্নয়ন

স্থানীয় জনগোষ্ঠির সহায়তায় পর্যটন-আকর্ষণসমূহ সংরক্ষণ ও পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। আকর্ষণীয় স্থানসমূহের সংস্কৃতিকর্মীদের সমন্বয়ে স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করে স্থানীয়ভাবে কমিটি গঠন এবং আগত দেশি-বিদেশি পর্যটকদের বিনোদনের লক্ষ্যে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের জন্য উৎসাহিতকরণ। বিদেশি পর্যটকদের জন্য 'কমিউনিটি হোম-স্টে' অপারেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে স্থানীয় সংস্কৃতি কর্মীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্থানীয় সম্প্রদায় ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিউনিটি পর্যটন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্তকরণ। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠির মধ্য থেকে তরুণ-তরুণীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় ট্যুর গাইড তৈরির লক্ষ্যে সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘ মেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ।

৩.২.১০ ক্রীড়া পর্যটন

বাংলাদেশের পর্যটনে খেলাধূলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশ ক্রিকেটের অর্ন্তভুক্তিতে বিশ্বের ক্রীড়ামোদী পর্যটকদের এ দেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এ লক্ষ্যে ক্রীড়া পর্যটনকে উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩.২.১১ বিবিধ

হেরিটেইজ পর্যটন উন্নয়ন এবং MICE (Meeting, Incentive, Conference and Event) সহ অন্যান্য সকল সম্ভাব্য পর্যটন বহুমুখীকরণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

চতুর্থ অধ্যায়

৪ জাতীয় পর্যটন নীতির বাস্তবায়ন কৌশল

বহুমাত্রিক শিল্প হিসাবে পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় পরিকল্পনা, পর্যাপ্ত পুঁজি বিনিয়োগ, আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য সংগ্রহ, ভৌত কাঠামোগত সুবিধাদি স্থাপন, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ও স্থাপনাসমূহের সংরক্ষণ, সম্ভাব্য পর্যটন স্থানসমূহ চিহ্নিত করে সংরক্ষণ, চারু ও কারু শিল্পের লালন ও বিকাশ, বিদেশিদের গমনাগমন সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সহজীকরণ, হস্তশিল্পের উন্নয়ন, বনাঞ্চল ও জীব-বৈচিত্রের সংরক্ষণ, বিমান বন্দর উন্নতকরণ, বৈদেশিক প্রচার ও বিপণন ইত্যাদির সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। এছাড়া পর্যটকদের বিভিন্ন প্রকার আবাসন (হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, কটেজ, এপাটেল, ফার্ম হাউস, ওয়েসাইড হোটেল, হাই-ওয়ে ইন, টুরিস্ট হোম, টাইম শেয়ারিং, হোম-স্টে ইত্যাদি), খাবার ও চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকান্ড সৃষ্টি, প্যাকেজ ট্যুরের জন্য উপযুক্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করাও জরুরী। বর্ণিত প্রেক্ষিতে পর্যটন খাতে সরকার সহায়ক (facilitator) এর ভূমিকায় থেকে বেসরকারী খাতে পর্যটন উন্নয়নের কার্যকরী ভূমিকা রাখার উপর গুরুত্ব প্রদান করবে এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উন্নয়নে সরকারী-বেসরকারি পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত সকল গোষ্ঠির মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধন করবে।

দেশের টেকসই পর্যটন উন্নয়ন সাধনের জন্য (ক) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, (খ) সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (গ) যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, (ঘ) ভূমি মন্ত্রণালয়, (ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (চ) তথ্য মন্ত্রণালয় (ছ) নৌ- পরিবহন মন্ত্রণালয়, (জ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, (ঝ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, (ঞ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, (ট) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (ঠ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, (ড) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (ঢ) শিল্প মন্ত্রণালয়, (ণ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অনান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বিভাগ ও পর্যটন সম্পৃক্ত সকল বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের সাথে নিবিড় সমন্বয় প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কর্মকৌশলে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি ও কার্যকর করা, রূপকল্প ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, আন্ত:মন্ত্রণালয় ও এজেন্সি সমন্বয়, দেশি, অনাবাসি ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ, সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ, পর্যটন-আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ, শ্রেণীবদ্ধকরণ ও বিপণনের কর্মকৌশল নির্ধারণসহ প্রযোজ্য সকল সহায়ক কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে। এ ক্ষেত্রে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়/এজেন্সি ও বেসরকারি পর্যায়ে পর্যটন সংক্রান্ত সকল উন্নয়ন সমন্বয় করে অনুঘটকের (Catalyst) ভূমিকা পালন করবে।

পর্যটন শিল্পের সুসমন্বিত উন্নয়নে জতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে নিম্নরূপ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কার্যকর থাকবে ঃ

৪.১ জাতীয় পর্যায়

৪.১.১ জাতীয় পর্যটন পরিষদ

পর্যটন একটি বহুমাত্রিক শিল্প এবং এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পৃক্ত। তাই জাতীয় পর্যায়ে পর্যটন শিল্পের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় পর্যটন পরিষদ কার্যকর থাকবে।

৪.১.২ পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কার্যকর থাকবে।

৪.১.৩ পর্যটন সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি

মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পর্যটন শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন, প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে একটি পর্যটন সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি কার্যকর থাকবে।

৪.১.৪ আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কমিটি

জাতীয় পর্যটন পরিষদ, পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ও পর্যটন উপদেষ্টা কমিটির নির্দেশনা ও পর্যটন নীতিমালা বাস্তবায়নে সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কমিটি কার্যকর থাকবে।

৪.২. বিভাগীয় ও স্থানীয় পর্যায়

বিভাগীয় ও মহানগর পর্যায়ে স্থানীয় পর্যটন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিভাগীয় ও সিটি কর্পোরেশনে পর্যটন সংক্রান্ত কমিটি গঠন করে জাতীয় পর্যটন নীতির আলোকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করবে।

জেলা পর্যায়ের পর্যটন-আকর্ষণসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যটন উন্নয়ন সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসককে আহবায়ক করে গঠিত 'জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি' কার্যকর রাখা। পর্যটন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একটি 'পর্যটন সেল' গঠন করা। বিভিন্ন জেলার ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প/মৃৎশিল্প এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠির তৈরী বিভিন্ন সামগ্রীকে পর্যটকদের কাছে স্যুভেনির হিসাবে উপস্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ। জেলা পরিষদকে পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশের কাজে সম্পৃক্তকরণ, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদকে পর্যটন উন্নয়ন, বিকাশ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্তকরণ।

চিহ্নিত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ও অন্যান্য স্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পর্যটন সেবা প্রদানকারী বিভাগ/সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ স্থানীয় পর্যটন উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

স্থানীয় পর্যটন স্পটে কর্মী নিয়োগ/চাকরি প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার প্রদান।

৪.৩ বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহকে সম্পৃক্ত করা

পর্যটন-আকর্ষণ বিপণন ও প্রচারে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহকে সম্পৃক্ত করে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ।

পঞ্চম অধ্যায়

৫ জাতীয় পর্যটন নীতিমালা বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ

জাতীয় পর্যটন নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেঃ

৫.১ আইন প্রণয়ন

দেশি-বিদেশি পর্যটকদের উন্নত পর্যটন সেবা প্রদান এবং পর্যটন শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশে নতুন ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন এবং সময়ে সময়ে বিদ্যমান আইনসমূহ হালনাগাদকরণ।

৫.২ পর্যটন এলাকা ও পর্যটন-আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যটন এলাকা চিহ্নিতকরণ, পর্যটকদের চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। পর্যায়ক্রমে সারা দেশের পর্যটন স্পটসমূহকে চিহ্নিত করে দা-খতিয়ান ও বৈশিষ্ট্যসহ ডাটা বেইজ তৈরী ও পর্যটন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ডাটা বেইজে সংরক্ষণ। পর্যটন সম্ভাব্য স্থানসমূহের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী পরিবর্তনসহ অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। ব্যক্তিখাতের বিভিন্ন স্পটগুলোকে তালিকাভুক্তকরণ ও সরকারি জবাবদিহিতার মধ্যে আনয়ন।

৫.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্তকরণ

পর্যটন শিল্পের অর্থবহ উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্তকরণ।

৫.৪ পর্যটন খাতে দেশি, অনাবাসি বাংলাদেশি ও বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগ

(ক) পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকমানের সুবিধাদি সৃষ্টিকল্পে দেশি, অনাবাসি বাংলাদেশি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং পর্যটন বিনিয়োগ সংক্রান্ত সুবিধাদি প্রদানের জন্য টাস্কফোর্স গঠন ও অন্যান্য অগ্রাধিকার শিল্পের ন্যায় এই শিল্পে বিনিয়োগকারীদের সকল সুবিধাদি প্রদান।

(খ) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পর্যটন শিল্পের প্রকল্পগুলিকে রপ্তানিমুখী শিল্পের সুবিধা প্রদান।

(গ) বেসরকারী খাতকে পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগে উদ্যোগী করার জন্য ঋণ প্রদান, ট্যাক্স হলিডে, রেয়াতি হারে শুল্ক ও কর প্রদান এবং আনুসংগিক সুবিধাদি প্রদান।

(ঘ) বেসরকারি খাতের সাথে যৌথ উদ্যোগে পর্যটন সুবিধা সৃষ্টি এবং পর্যায়ক্রমে এগুলোর পরিচালনার জন্য বেসরকারি খাতে ইজারা প্রদান।

(ঙ) পর্যটন উন্নয়নে বিভিন্ন আকর্ষণীয় স্থাপনায় প্যাকেজ ট্যুরসহ সকল পর্যটন সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনায় বেসরকারি খাতকে সহযোগিতা প্রদান।

(চ) বেসরকারি পর্যটন শিল্পের উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদান।

৫.৫ আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়

বহুমাত্রিক এ পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, বিকাশ ও ব্যবস্থাপনায় আন্তঃমন্ত্রণালয়, আন্তঃএজেন্সি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বেসরকারি বিনিয়োগ সম্পৃক্তকরণ। এক্ষেত্রে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পর্যটন সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তাকারী ও অনুঘটকের ভূমিকা পালন।

৫.৬ ইকো-ট্যুরিজম

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সংগে নিবিড় সম্পৃক্তির মাধ্যমে সুন্দরবনসহ সকল সম্ভাব্য ও প্রযোজ্য অঞ্চলে ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন ও বিপণন। ইকো ট্যুরিজম উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ যৌথ টাস্কফোর্স গঠন।

৫.৭ অবিকশিত পর্যটন এলাকা

যে সকল আকর্ষণীয় পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানে এখনও পর্যটন সুবিধা গড়ে উঠেনি সে সকল এলাকার পর্যটন বিকাশে সরকারের প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ।

৫.৮ একক সেবা কেন্দ্র

বিদেশি ও দেশি বেসরকারি বিনিয়োগকারিদের পর্যটন উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ও দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যটন সংস্থার ও অন্যান্য প্রযোজ্য স্থানে একক সেবা কেন্দ্র (one stop service) স্থাপন করা।

৫.৯ নৃতাত্ত্বিক হস্তশিল্প ও স্যুভেনির

ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠির হস্তশিল্প, নিজস্ব পর্যটন-আকর্ষণ উৎপাদন ও উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠির নিজস্ব সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্যুভেনির প্রস্তুতসহ এসকল পর্যটন-আকর্ষণের মানোন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠির তরুণ-শিক্ষিত সমাজ থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় ট্যুর গাইড তৈরী করা। এ জন্য সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

৫.১০ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

(ক) ভবিষ্যত উন্নয়নে পর্যটন উন্নয়ন রূপকল্প প্রণয়ন;

(খ) রূপকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের চিহ্নিত পর্যটন-আকর্ষণকে আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা পূরণের উপযোগি করার জন্য প্রয়োজনীয় মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয়ভিত্তিক বিভাজন করে মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ।

(গ) মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ।

(ঘ) দেশের পর্যটন আকর্ষণসমৃদ্ধ স্থানসমূহকে চিহ্নিত করে সেগুলোতে পর্যায়ক্রমে অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টিকরণ।

(ঙ) পর্যটন কেন্দ্রসমূহে স্থল, রেল, নৌ ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা এবং মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া।

(চ) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ঢাকার নিকটবর্তী ও পার্শ্ববর্তী কোন স্থানে পর্যটন পল্লী গড়ে তোলা। এখানে বিদেশি বিনিয়োগ অগ্রাধিকার দেয়া, পর্যটকদের দেশের শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং বিনোদনের বিশেষ সুবিধা প্রদান।

৫.১১ অঞ্চলভিত্তিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

SAARC ও BIMSTEC অন্তর্ভুক্ত দেশসহ সমন্বিত আঞ্চলিক পর্যটন কর্মসূচী গ্রহণ, UNWTO সহ পর্যটন সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি, দেশে পর্যটন মেলার আয়োজন ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক ট্যুর অপারেটরসহ পর্যটন সংক্রান্ত সকল সংগঠনের সাথে সংযোগ সাধন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬ পর্যটন উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ

৬.১ বিদেশি পর্যটকদের জন্য বিশেষ অঞ্চল/স্থান/দ্বীপ চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন

বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য আধুনিক পর্যটন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিসহ বিশেষ অঞ্চল চিহ্নিতকরণ এবং এক্ষেত্রে বিনিয়োগে দেশি-বিদেশি বেসরকারি খাতকে মুখ্য ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা। সরকারি খাত হতে যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সহায়ক সুবিধা সৃষ্টিতে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ।

৬.২ বিমান ও পর্যটন সংস্থার যৌথ উদ্যোগ

দেশের সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন এয়ারলাইন্স/বিদেশি এয়ারলাইন্স ও জাতীয় পর্যটন সংস্থার মাধ্যমে পর্যটক উৎস দেশসমূহ (Tourist generating country) হতে যৌথ প্যাকেজ ও বিভিন্ন ধরনের প্রমোশনাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিদেশি পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং এক্ষেত্রে বেসরকারি ট্যুর অপারেটরদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৬.৩ বিদেশি পর্যটকদের জন্য ভিসা পদ্ধতি ও সীমান্ত আইন সহজীকরণ

বাংলাদেশে আগমনের জন্য বিদেশি পর্যটকদের জন্য দ্রুত ভিসা প্রদান এবং সীমান্ত আইন সহজীকরণ। দলবদ্ধ পর্যটকদের জন্য স্থল বন্দর ও বিমান বন্দরে ভিসা-অন-এ্যারাইভ্যাল চালু করার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ।

৬.৪ এশিয়া ও বহির্বিশ্বের পর্যটক উৎস (Tourist generating country) দেশসমূহ চিহ্নিতকরণ

এশিয়া ও বহির্বিশ্বের পর্যটন উৎস (Tourist generating) দেশসমূহ চিহ্নিতকরণ ও পর্যটক সংগ্রহে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ। সম্ভাব্য ভবিষ্যত পর্যটকের অনুমিত সংখ্যা নির্ধারণ, চাহিদা নির্ধারণ, কূটনৈতিক চ্যানেল সৃষ্টি, সুবিধাদি সৃষ্টি, ট্যুর অপারেটরদের সাথে সংযোগ, দূতাবাসে বিশেষ সেল গঠন।

৬.৫ বিপণন ও প্রচার

বাংলাদেশের পর্যটন-আকর্ষণ ও সুবিধাদির বাজারভিত্তিক প্রচার ও বিপণন কার্যক্রম গ্রহণ এবং এ কার্যক্রমের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা ঃ

৬.৫.১ দেশের পর্যটন-আকর্ষণের বিপণনে একটি মহাপরিকল্পনা (Master plan) প্রণয়ন।

৬.৫.২ দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ইতিবাচক পরিবর্তন ও অর্জনের উপর ভিত্তি করে বিপণন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। দেশের পর্যটন-আকর্ষণসমূহের বর্তমান ও সম্ভাব্য বাজার, বৈদেশিক বিনিয়োগ, অন্যান্য দেশীয় আকর্ষণসমূহের বর্তমান ও সম্ভাব্য রপ্তানি বাজারের উপর ভিত্তি করে গৃহীতব্য কৌশলগত বিপণন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করা।

৬.৫.৩ বাংলাদেশকে একটি গন্তব্য ব্র্যান্ড (Destination Brand) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গৃহীত ব্র্যান্ড এর প্রচার ও বিপণনের বিভিন্ন অংশিদারদের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত প্রচার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; পর্যটন বিপণনের জন্য প্রণীত Logo ব্যক্তিখাতে বিকশিত পর্যটন স্পটে/নৌযানে/বিভিন্ন যানবাহনে ব্যাপকভাবে প্রদর্শনে বাধ্যবাধকতার আওতায় আনয়ন।

৬.৫.৪ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রম, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও পর্যটন-আকর্ষণের প্রচারের জন্য সংবাদ ও প্রামাণ্যচিত্রভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচার; পর্যটন উন্নয়ন বিষয়ে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, টক শো এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার ও এ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

৬.৫.৫ বাংলাদেশের পর্যটন-আকর্ষণের বিপণনে বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাসগুলোর কার্যকরী ভূমিকা নিশ্চিতকরণ, দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান, বাংলাদেশে ভ্রমণ, যোগাযোগ ও খাবার সুবিধা সম্বলিত লিফলেট, পোস্টার, ব্রোশিওর পর্যটন মানচিত্র ইত্যাদি ঢাকাস্থ সকল বিদেশি দূতাবাসের ও বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাসের মাধ্যমে বিতরণ অব্যাহত রাখা; আকর্ষণীয় ও তথ্যসম্বলিত ওয়েবসাইট চালু করে নিয়মিত হালনাগাদ করাসহ Destination Management Service (DMS) আরো শক্তিশালী করা।

৬.৫.৬ বিদেশ হতে প্যাকেজ ট্যুর আনয়ন এবং আন্তর্জাতিক পর্যটন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় জাতীয় পর্যটন সংস্থাসহ প্রাইভেট ট্যুর অপারেটরস, ট্রাভেল এজেন্টস, হোটেল এ্যাসোসিয়েশন এবং বেসরকারি বিমান সংস্থার যৌথভাবে অংশগ্রহণের নিমিত্ত বছরভিত্তিক প্রয়োজনীয় বরাদ্দের সংস্থান করা।

৬.৫.৭ বিদেশে পর্যটন বাজার সৃষ্টির জন্য ভবিষ্যতে এশিয়া ও ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পর্যটন অফিস স্থাপন করা। প্রয়োজনে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশন কিংবা বিমান সংস্থার সাথে যৌথ পর্যটন অফিস স্থাপন করা। পর্যায়ক্রমে সম্ভাবনাময় দেশে বাংলাদেশের Honourary Consul (Tourism) নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ।

৬.৬ পেশাগত জনবল গঠন

আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ও পর্যটন উন্নয়নে গবেষণাসহ অন্যান্য কাজের জন্য পর্যটন ও সেবা খাতে মানব সম্পদ সৃষ্টি করা। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে পর্যটন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট উপযোগি মানব সম্পদ সৃষ্টিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন; জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ। বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যারা ইতোমধ্যে পর্যটন বিষয়ে ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর, মাস্টার্স, এমবিএ ইত্যাদি কোর্স চালু করেছে তাদের সাথে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সিলেবাসে পর্যটন বিষয় অন্তভুক্ত করা।

৬.৭ পর্যটন সংক্রান্ত গবেষণা

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে এ সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্যে পর্যটন বিষয়ে ডিগ্রীধারী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ।

৬.৮ যৌথ উদ্যোগ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/এজেন্সির মালিকানাধীন পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে আন্তঃমন্ত্রণালয়/এজেন্সি বা সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সমঝোতার মাধ্যমে পর্যটন-আকর্ষণের উন্নয়ন, বিকাশ ও বিপণনের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

৬.৯ পর্যটকদের নিরাপত্তা

পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে ট্যুরিস্ট স্পটসমূহে ট্যুরিস্ট পুলিশের পাশাপাশি স্থানভেদে (যেমন-নদী, সমুদ্র, পাহাড় ও অনুরূপ বিশেষ পর্যটন স্থানে) প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ প্রশিক্ষিত উদ্ধারকর্মী নিয়োজিতকরণ।

৬.১০ বিবিধ

আধুনিক পর্যটন সুবিধা প্রদান, পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং জাতীয় আয়ে পর্যটন শিল্পের অবদান নির্ধারণকল্পে যথাক্রমে Quality Tourism Service (QTS) বা মানসম্পন্ন পর্যটন সেবা, লগো বা প্রতীক বরাদ্দ, মানি এক্সচেঞ্জ সেন্টার, Automated Tailor Machine (ATM) বুথসহ প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং সুবিধা সৃষ্টি এবং Tourism Satellite Account (TSA) পদ্ধতি চালুকরণ।

বা:স:মু:-২০০৯/১০-৫৩০৫ডি-১০০০বই-২০১০।